ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

◀◀ বলিউড সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন 'দাবাং ভিলেন' সোনু

পৃঃ 7

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অবশেষে অবসর নিয়ে ▶▶ মুখ খুললেন রোহিত

পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১০ ● কলকাতা ● ২৫ পৌষ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১০ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাংলার বাড়ি তৈরি হবে আরও সহজ! বড় আপডেট দিল পঞ্চায়েত দপ্তর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গ্রামের দিকে বাড়ি তৈরি করতে গেলে পঞ্চায়েতের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে এই অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। এবার এমনটাই জানাচ্ছে খোদ পঞ্চায়েত দপ্তর। এই সরকারি প্রকল্পে বাড়ি তৈরীর অনুমতি চেয়ে প্রায় প্রত্যেকদিন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন ব্লক বা পঞ্চায়েতে ভিড় জমাচ্ছেন উপভোক্তারা।তাঁদের প্রশ্ন বাংলার বাড়ি তৈরি করার জন্য পঞ্চায়েতের অনুমোদন কি সত্যিই প্রয়োজনীয়? এপ্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এজন্য কোন অনুমতি লাগছে না। কারণ সরকারিভাবে সমীক্ষা করে, বেশ কিছু তথ্য খতিয়ে দেখে তবেই উপভোক্তাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

বারাসাত ১ এর বিডিও রাজীব দত্তচৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এই বাড়ি তৈরির জন্য আগেই,

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

কুম্ভ মেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগরে এক পয়সা দেয় না, ফের মমতার নিশানায় মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগে গঙ্গাসাগরকে বলা হত, সব তীর্থ বারবার আর গঙ্গাসাগর একবার। এখন গঙ্গাসাগরে এতটাই উন্নয়ন হয়েছে যে লোকে বলে- সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার।

বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে আউট্রাম ঘাট থেকে ফ্ল্যাগ নেড়ে অত্যাধুনিক ই-ভেসেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এরপর ৫ পৃষ্ঠায়

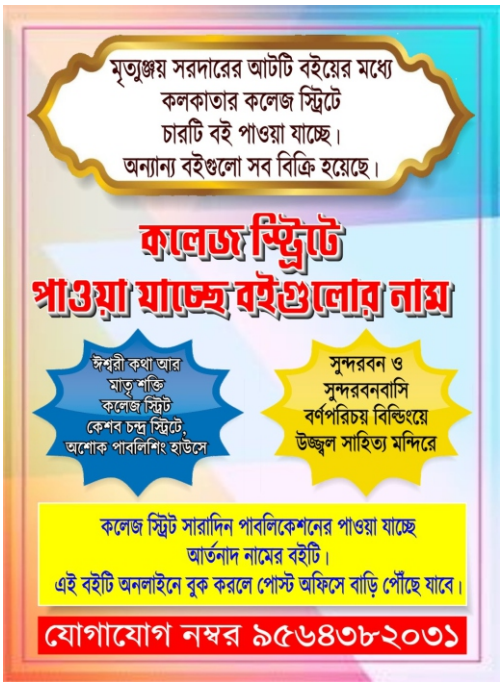

জিনোম ভারত প্রকল্পের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি , ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জিনোম ইন্ডিয়া প্রকল্পের সূচনায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত আজ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, ৫ বছর আগে জিনোম ভারত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছিল এবং আমাদের বিজ্ঞানীরা কোভিডের মতো অতিমারীর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ শেষ করেছেন। এই গবেষণায় আইআইএসসি, আইআইটি, সিএসআইআর-এর মতো ২০টির বেশি প্রথম সারির গবেষণা সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জৈব প্রযুক্তি বিপ্লবের ক্ষেত্রে জিনোম ভারত প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠেছে। তাঁর বক্তব্যে সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার মতো রোগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন শ্রী মোদী। ভারতে জেনেটিক সংক্রান্ত রোগের ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবের কথা উল্লেখ করেন তিনি। জিনোম ভারত প্রকল্প এ ধরনের রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বায়ো অর্থনীতি গত ১০ বছরে ২০১৪ সালের ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে আজ ১৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। এসব কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ মেলে। শ্রী মোদী জানান, ভারত এক বড় ধরনের গবেষণা পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে এবং সেখানে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জনমুখী প্রশাসন ও ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো বিশ্বের কাছে নতুন মডেল হয়ে উঠেছে। জিনোম ভারত প্রকল্প জেনেটিক গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

দক্ষ মানবসম্পদের ক্ষেত্রে বিশ্বের চাহিদা পূরণে ভারত সমর্থ : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী ভারতীয়দের নানান অনুষ্ঠানে বেজে উঠবে। এই সঙ্গীতের জন্য গ্র্যামি পুরস্কারে সম্মানিত শিল্পী রিকি কেজ এবং তাঁর সহযোগীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মাননীয় প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টাইন কার্লা কাঙ্গালুকে তাঁর আবেগপূর্ণ ভিডিও বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বিকাশের ছবি তিনি যে

এরপর ৪ পাতায়

মালদায় কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে বহিষ্কার তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মালদার নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল ওরফে বাবলা সরকারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে বহিষ্কার করল তৃণমূল । ৬ বছরের জন্য তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার একথা জানালেন মালদহের তৃণমূল সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি। বুধবার (৮ জানুয়ারি) দুলাল সরকারের ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ । উল্লেখ্য , গত ২ জানুয়ারি ঝলঝলিয়ার মাতাল মোড় এলাকায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা দুলাল ওরফে বাবলা সরকার। অভিযোগ, তখন একটি বাইকে করে তিনজন এসে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায়। একটি গুলি দুলাল সরকারের মাথায় লাগে । গুলি করেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তড়িঘড়ি তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানেই প্রাণ হারান তিনি । এই ঘটনার পর তৃণমূল নেতার মৃত্যুর কারণ হিসাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন স্ত্রী চৈতালি সরকার। এরপরেই থানায় তলব করে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে । আর এবার তাঁকেই ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল ।এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল ।

বলা বাহুল্য, খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি তথা হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। সেই সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তার দুই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং অখিলেশ তিওয়ারিকেও । ইংলিশবাজার থানায় মঙ্গলবার দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা থেকে এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এরপরেই বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথকে ।

(২ পাতার পর)

দক্ষ মানবসম্পদের ক্ষেত্রে বিশ্বের চাহিদা পূরণে ভারত সমর্থ : প্রধানমন্ত্রী

ভাষায় তুলে ধরেছেন, তা মুগ্ধ করেছে উপস্থিত সকলকে। শ্রী মোদী আরও বলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগরাজ-এ মহাকুম্ভ শুরু হবে। মকর সংক্রান্তি, লোহরি, পোঙ্গল এবং মাঘ বিহু সমাগতপ্রায়। ১৯১৫-র এই দিনেই মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ প্রবাসের পর ভারতে ফিরেছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রবাসী ভারতীয় দিবস আরও একটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি কয়েকদিন পরেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্ম শতবর্ষের কথা বলেন – যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রবাসী ভারতীয় দিবসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত, ভারতীয়ত্ব, সংস্কৃতি এবং বিকাশের উদযাপনের পাশাপাশি নিজের মূলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় এই উদযাপন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

যে ওড়িশায় এই আয়োজন হয়েছে, সেখানে রয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিফলন – এই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক গুহা, কোনারকের বিখ্যাত সূর্য মন্দিরের পাশাপাশি প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি, মাণিকপাটনা এবং পালুর-এর কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বহু আগে ওড়িশার বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যেতেন বালি, সুমাত্রা কিংবা জাভায়। ওড়িশার ঐতিহাসিক স্থান ধৌলি শান্তির বার্তা দেয়। সারা বিশ্ব যেখানে অস্ত্রবলে শক্তি প্রদর্শন করে, সেখানে সম্রাট অশোক শান্তির পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই ভাবধারার সুবাদেই ভারত বিশ্বকে এই বার্তা দেয় যে ভবিষ্যতের প্রাণভোমরা রয়েছে বুদ্ধের শিক্ষায়, যুদ্ধে নয়।

প্রধানমন্ত্রী আবারও বলেন যে প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি বরাবরই ভারতের দূত হিসেবে ভেবে থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, তা কখনও ভোলার নয়। বিগত এক দশকে তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে অনেক বিশ্বনেতার এবং তাঁরা প্রবাসী ভারতীয়দের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

ভারত শুধুমাত্র গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি নয়, ভারতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত গণতন্ত্রের চেতনা – আবারও এই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রা নিজের নিজের কর্মস্থলে সেখানকার বিকাশে অবদান রাখার পাশাপাশি, নিজের দেশের প্রতিও দায়িত্ব পালন করেছেন একনিষ্ঠভাবে।

একবিংশ শতকের ভারতে বিকাশের অতুলনীয় গতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সময়ে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং বড় অর্থনীতির দেশগুলির তালিকায় ভারতের স্থান উঠে এসেছে দশম থেকে পঞ্চম স্থানে। শীঘ্রই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী।

ভারতের সাফল্যের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান অভিযান কিংবা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, উড়ান, বৈদ্যুতিন যানের প্রসার, মেট্রো রেলপথ কিংবা বুলেট ট্রেন প্রকল্প নতুন ভারতের ছবি তুলে ধরে বলে তিনি মনে করেন। শ্রী মোদী আরও বলেন, ভারত এখন "মেড ইন ইন্ডিয়া" যুদ্ধবিমান ও পরিবহণ বিমান তৈরি করছে। আগামীদিনে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা আসবেন এই "মেড ইন ইন্ডিয়া" বিমানে চেপে।

একের পর এক সাফল্যের শিখর স্পর্শ করা ভারত শুধু নিজের নয়, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির অর্থাৎ, গ্লোবাল সাউথ-এর স্বরকেও বিশ্বের আঙিনায় তুলে ধরতে উদ্যোগী বলে আবারও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জি-২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করায় ভারতের উদ্যোগ মানবতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিকে তুলে ধরে।

সারা বিশ্বে ভারতীয়দের পেশাদারি দক্ষতা স্বীকৃত বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রাপকদের অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন, প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং কল্যাণের প্রশ্নে নতুন দিল্লি দায়বদ্ধ। বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাস সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আগে ভারতীয় দূতাবাসের পরিষেবা পেতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হত এবং বহুদূর যেতে হত। কিন্তু এখন ছবিটা পালটে যাচ্ছে। বিগত দু'বছরে ১৪টি নতুন ভারতীয় দূতাবাস ও বাণিজ্য দূতাবাস খোলা হয়েছে। মরিশাসের সপ্তম প্রজন্ম এবং সুরিনাম, মার্তিনিক ও গুয়াদেলুপ-এর ষষ্ঠ প্রজন্মের ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা ওসিআই কার্ডের সুবিধা পাচ্ছেন।

বহুদিন আগে ভিনদেশে চলে যাওয়া ভারতীয়দের প্রসঙ্গ তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ সংক্রান্ত দলিল রক্ষা করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ভারত বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষার মন্ত্র নিয়ে চলেছে। জি-২০-র সভাপতিত্বের সময় এ দেশে এ সংক্রান্ত নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী কাশী তামিল সঙ্গমম, কাশী তেলুগু সঙ্গমম কিংবা সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম-এর কথা তুলে ধরেন।

ভারতের বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চলকে সংযুক্ত করায় বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। এ প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ এক্সপ্রেস, ভারত গৌরব ট্রেন ও বন্দে ভারত ট্রেনের কথা বলেন। বিশেষ প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রায় ১৫০ আরোহী ১৭টি জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

স্বাধীনতালাভের ক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে জোরকদমে। এ প্রসঙ্গে তিনি গিফট সিটি পরিমণ্ডল সহ আরও নানা প্রকল্পের কথা বলেন।

তরুণ প্রবাসী ভারতীয়দের "ভারত কো জানিয়ে" ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। "স্টাডি ইন ইন্ডিয়া" কিংবা আইসিসিআর বৃত্তি প্রকল্পের কথাও বলেন তিনি। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সারা বিশ্বের সামনে আরও তুলে ধরতে প্রবাসী ভারতীয়দের অনুরোধ জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

পরিবেশ রক্ষায় ভারত সরকারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী "মায়ের সম্মানে একটি গাছ" কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির তিনি সূচনা করেছিলেন গায়ানার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে।

ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল ডঃ হরি বাবু কাম্ভামপতি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মানঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস জয়শঙ্কর, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রমুখ।

অষ্টম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ৮-১০ জানুয়ারি। এ বছরের থিম "বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান"। ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে।

(১ম পাতার পর)

বাংলার বাড়ি তৈরি হবে আরও সহজ! বড় আপডেট দিল পঞ্চায়েত দপ্তর

সার্ভে করার সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাই আর কোনো সরকারি অনুমতির দরকার নেই। একইভাবে হাবড়ার ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রবীর মজুমদার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই উপভোক্তাদের এই প্রকল্পের আওতায় এনেছে। এই কারণেই আমরা স্পষ্ট জানিয়েছি এর জন্য আলাদা কোনও অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই।তাই এই সমস্যা দূর করতেই জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আবাস প্রকল্পের বাড়ি তৈরি করতে গেলে এবার থেকে আর কোনো অনুমতি নেওয়ার দরকার হবে না।

প্রসঙ্গত দীর্ঘ দু'বছরের বেশি সময় ধরে আবাস যোজনা প্রকল্পে বাংলার মানুষদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিপূর্বে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে একাধিকবার সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। অবশেষে প্রতিশ্রুতি মতো গত বছরের ডিসেম্বর মাসেই এই সরকারি প্রকল্পে নিজস্ব কোষাগার থেকে বাংলার বাড়ি (Banglar Bari) তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকারি সূত্রে খবর এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ১২ লক্ষ মানুষকে আবাস যোজনার টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাদের মধ্যেই রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশ কিছু উপভোক্তা। জানা যাচ্ছে এই জেলার মোট ৫৬ হাজার উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম দফার ৬০ হাজার টাকা চলে গিয়েছে। বাড়ি তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু কিছু উপভোক্তার মনে তৈরি হয়েছে সংশয়।

সম্পাদকীয়

অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করার চমকপ্রদ পূর্ব ইতিহাস আছে

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা আজ জোর দিয়ে বলেছেন যে মুক্ত, অবাধ, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করার চমকপ্রদ পূর্ব ইতিহাস আছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের। সেই সঙ্গেই তিনি বলেছেন, প্রায় ১০০ কোটি ভোটদাতা নিয়ে ভারত একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উৎসাহব্যাঞ্জক ভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেছেন, এই ধরনের অংশগ্রহণে বোঝা যায় আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তিমূলকতা।

আজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েলের সঙ্গে লন্ডনে এক বৈঠকে শ্রী বিড়লা এই মন্তব্য করেছেন। ভারত সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ করছে জানিয়ে শ্রী বিড়লা বলেন, ভারতের সংবিধান দেশে রূপান্তরকারী আর্থসামাজিক পরিবর্তন এনেছে। তাঁর আশা স্বাধীনতার শততম বর্ষে ২০৪৭-এর মধ্যে ভারত উন্নত দেশ হয়ে উঠবে। ভারতের গণতন্ত্রের শিকড় তৃণমূল স্তর থেকে সংসদ পর্যন্ত অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত জানিয়ে শ্রী বিড়লা বলেন, দেশ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থনীতি, বহুত্ববাদ এবং সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য পূরণ করছে। সংসদীয় গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের সাফল্য তুলে ধরে শ্রী বিড়লা বলেন, বৈচিত্র সত্বেও ভারত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর আশা-প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে সংসদে বিতর্ক এবং আলোচনার মাধ্যমে।

সংসদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসঙ্গে লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, এর ব্যবহারে সাংসদদের ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং তাঁরা আরও কার্যকর ভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন। রাজ্যের বিধানসভাগুলিও কাজকর্মের উন্নতি ঘটাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে সংসদীয় সহযোগিতা শক্তিশালী করতে শ্রী বিড়লা সংসদীয় জ্ঞান, কাজকর্ম এবং অভিজ্ঞতার আরও বেশি করে আদান-প্রদানের ওপর জোর দিয়েছেন। শ্রী বিড়লা বলেছেন, উভয় দেশের তরুণ এবং মহিলা সাংসদদের আরও বেশি করে নিয়মিত মতবিনিময় করা উচিত।

শ্রী বিড়লা জানান, লোকসভার সচিবালয়ে পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্রেসি (পিআরআইডিই) সংসদীয় প্রশিক্ষণ দিতে অন্যতম বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। দুদেশের মানুষে মানুষে যোগাযোগ, উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি জানিয়ে শ্রী বিড়লা বলেছেন, এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী এবং বহুমুখী হবে। তিনি বলেন, ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরালো হয়েছে। দুই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মৈত্রীর উল্লেখ করে শ্রী বিড়লা সন্তোষপ্রকাশ করে বলেন, দুই দেশেই একযোগে খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার সমস্যার সমাধান করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার উত্তর খুঁজতে কাজ করছে।

এই উপলক্ষে লোকসভার অধ্যক্ষ স্যার লিন্ডসে হোয়েলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং দ্বিতীয়বারের জন্য হাউস অফ কমন্সের স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

প্রতিদিন বহু দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম হয় এই মন্দির চত্বরে। এই কালীঘাটেই রয়েছে আদি গঙ্গা। যদিও এখন এই গঙ্গা একদমই রুগ্ন। হারিয়েছে তার নাব্যতা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে এই আদি গঙ্গার জল এখনও পবিত্র। একসময় এই আদি-গঙ্গাই ছিল কলকাতার লাইফলাইন। এছাড়া মন্দিরের কিছু দুরেই রয়েছে কলকাতার বিখ্যাত ক্যাওড়াতলা শ্মশান। কলকাতার প্রধান শ্মশান। কলকাতার বিখ্যাত সব মানুষদের শেষকৃত্য এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মহাকুম্ভ উপলক্ষে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের তৈরি গানের সূচনা কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে মহাকুম্ভ ২০২৫ উপলক্ষে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সৃষ্টি দুটি গানের সূচনা করেন। এই গানের বিষয়বস্তু হল "মহাকুম্ভ হ্যায়"। গানটি গেয়েছেন পদ্মশ্রী জয়ী শ্রী কৈলাশ খের এবং লিখেছেন আলোক শ্রীবাস্তব। গানটির মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহাকুম্ভ মেলার চিরন্তন তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। গানটির ভিডিও এখন দূরদর্শন এবং এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে।

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের প্রতি উৎসর্গ করা আকাশবাণীর বিশেষ গানের সূচনা কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের প্রতি উৎসর্গ করা আকাশবাণীর একটি বিশেষ গানেরও সূচনা করেন। এতে মহাকুম্ভের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। গানটি গেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী রতন প্রসন্ন এবং লিখেছেন অভিনয় শ্রীবাস্তব।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বাংলার বিভিন্ন প্রাচীন প্রত্নস্থলে পাওয়া লিঙ্গবেষ্টনকারী বিচিত্র নারীমূর্তির ভাস্কর্যের দিকে। তাঁর কথায়, এখনও এগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, কিন্তু শৈব কাল্ট-এর সঙ্গে এর যোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। আর তা হলে অবশ্যই এ বিষয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ আছে। শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

কুম্ভ মেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগরে এক পয়সা দেয় না, ফের মমতার নিশানায় মোদী

বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই গঙ্গাসাগরের এখনকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফের কেন্দ্রের মোদী সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কথায়, "কুম্ভমেলায় কেন্দ্রীয় সরকার হাজার-হাজার কোটি টাকা দেয়। অথচ গঙ্গাসাগর মেলায় এক পয়সা দেয় না। ২০১১ সালের আগে এখানে কিচ্ছু ছিল না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন গঙ্গাসাগরে থাকার জায়গা রয়েছে"।

গত বছর প্রায় ১ কোটি মানুষ এসেছিল এই মেলায়। তা সত্ত্বেও গঙ্গাসাগর মেলাকে আজও কেন্দ্রকে জাতীয় স্বীকৃতি না দেওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কুম্ভমেলার চেয়েও কষ্টসাধ্য গঙ্গাসাগর। কুম্ভমেলায় বাস, ট্রেনে যেতে পারেন। কিন্তু গঙ্গাসাগরে যেতে হলে আপনাকে কাকদ্বীপের পর থেকে ভেসেল বা লঞ্চে করে যেতে হবে। কচুবেরিয়া থেকে ফের বাস পথে আরও ৪৫ মিনিট যেতে হবে। তবেই কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ খুবই কষ্টকর যাত্রা।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে গঙ্গার ওপর দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে আমরা গঙ্গাসাগরে ব্রিজ করছি। টেন্ডারও হয়ে গেছে। ২-৩ বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে। চার লেনের সেতু হবে। আগামী দিনে মানুষকে আর জল পেরিয়ে গঙ্গাসাগরে যেতে হবে না।

মন্দিরের টিকিট সংগ্রহে হুড়োহুড়ি, পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মন্দিরে ঢোকার জন্য বিনামূল্যে টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন।

বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের শ্রীভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরের কাছে এই ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, ১০ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কে শ্রীভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির পরিদর্শনের জন্য শুভ সময় বলে বিবেচনা করা হয়। মন্দিরটি তিরুপতি মন্দির নামে বেশি পরিচিত। সেখানে ঢোকার জন্য আগেভাগেই টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা করছিল মানুষ।

পুলিশের এক অভিযোগে বলা হয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে একটি স্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। মন্দির থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে স্কুলটির অবস্থান। বৃহস্পতিবার থেকে টিকিট দেওয়ার জন্য আগে থেকেই কাউন্টার প্রস্তুত করেছিল রাজ্য কর্তৃপক্ষ।

ভিডিওতে দেখা গেছে, টিকিট সংগ্রহ করতে আসা মানুষের ভিড় সামাল দিতে পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর এস ভেঙ্কটেশ্বর সাংবাদিকদের বলেন, "ফটক খোলার পর এই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় আড়াই হাজার মানুষ হুড়োহুড়ি করে ওই ফটক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে। এ সময় কয়েকজন পড়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, এখনও এই পদপিষ্টের ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

২০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরে ঢোকার জন্য টিকিটপ্রতি সাধারণত ৩০০ রুপি করে নেওয়া হয়। এসব টিকিট অনলাইনে বিক্রি হয়।

যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো, সেদিনই আমার জন্ম হবে: মমতা ব্যানার্জি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

একাধারে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী, অন্যদিকে তিনিই আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হলেন মমতা ব্যানার্জি। গোটা ভারত এই নামেই চেনে। যদিও নিজের এই নামকরণ (মমতা) নিয়ে মোটেই খুশি নয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এমনকি নিজের জন্মদিন নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

বুধবার জনসমক্ষেই নিজের মুখে সে সব কথা স্বীকারও করলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেই ফেললেন'...এমনকি আমার নামটাও আমার পছন্দ নয়। কিন্তু হয়ে গেছে। এগুলো ছোট্টবেলার ঘটনা এবং ছোটদের সামনেই ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাগুলো বলা উচিত।'

এদিন কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় স্টুডেন্টস উইকের সমাপনী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, দলের সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি,

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৫ পাতার পর)

যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো, সেদিনই আমার জন্ম হবে: মমতা ব্যানার্জি

কলকাতা পুলিশ কমিশনারসহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন মমতা ব্যানার্জি। নিজের নাম ও বয়স নিয়ে একরাশ হতাশা, ভালো না লাগার কথা বলতে শোনা যায় তার গলায়। তিনি বলেন- 'সবাই আমার জন্মদিন জন্মদিন করে (উইকিপিডিয়া অনুযায়ী জন্ম ৫ জানুয়ারি) কিন্তু আমি মনে করি আমি এখনও জন্ম গ্রহণই করিনি। আমার একটা কবিতা আছে যেখানে লেখা আছে 'জন্ম হবে সেদিন, যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।'

এ প্রসঙ্গে তার অভিমত 'আসলে আমরা সকলেই 'হোম ডেলিভারি' তো! আমি যখন ছোট ছিলাম আমার নামটাও নিজে দিইনি, বয়সও নিজে দিইনি, পদবীও নিজে দিইনি। অনেকে আমাকে হ্যাপি বার্থডে বলে। কিন্তু দিনটা আমার কাছে মোটেই পছন্দকর নয়। ওটা জন্মের সনদে উল্লেখিত বয়স। সেটা বাবা-মাই করে দিয়ে গেছেন। আমি জানতামও না, আমি যখন কলেজে পড়ি ততক্ষণ আমার নিজের দাদাই আমাকে একদিন বলল তুই কি জানিস বাবা কি করে তোর বয়স দিয়েছে? আমি বললাম কি করে? ও বলল, তোর আর আমার বয়সের পার্থক্য মাত্র ৬ মাস। বাবা স্কুলে গিয়ে তার এক পরিচিতকে বলল তুমি একটা ওদের বয়স বসিয়ে দাও। কিন্তু তার তো কোন দোষ নেই। আগেকার দিনে এই সমস্যাটা ছিল। যারা আমরা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছি অর্থাৎ 'হোম ডেলিভারি'। কাজেই আসল বয়সটা কিন্তু লুকিয়ে থাকে। নকল বয়সটাই (জন্মের সনদে উল্লেখিত) মানুষ ধরে নেয়। আমি যখন এই বিষয়টা জানতে পেরেছিলাম তখন অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম... আমার পাঁচ বছর বয়স বাড়ানো রয়েছে। আমার বইতেও এই বিষয়টি লেখা রয়েছে। এমনকি আমার নামটাও আমার পছন্দ নয়।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়কালীন কিছু কথা স্মৃতিচারণ করে মমতা বলেন, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাবার সুযোগ পেয়েছি কম। সেই সময়টা আমি রাজনীতি করতাম, তাই ভয়ে ভয়ে যেতাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন কোন জায়গা নেই যে আমাকে মারা হয়নি, মৃত্যুর হাত থেকে আমি বেঁচে আছি। তাই সে সময়টা যেতে ভয় পেতাম। দুই বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের মধ্যে এক বছর কলেজ করেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার পরিচয় তখন কেউ জানতে পারেনি।' সেসময় অনেক কষ্ট করে, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে বলেও জানিয়েছে মমতা।

তার অভিমত 'আমি যখন হাঁটি তখন আমার ব্রেন চলে। আমি যদি না হাঁটি তখন আমার ব্রেন চলে না। মনে হয় কিছু যেন একটা করতে পারছি না।'

পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্বভার তার কাঁধে। পাশাপাশি দলকেও পরিচালনা করতে হয়। সেই মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে খোশমেজাজে দেখা গেল।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানালেন 'সব সময় শক্ত কথা ভালো লাগে না। কখনো কখনো একটু আনন্দ, একটু উল্লাস, একটু উচ্ছ্বাস মানুষের প্রাণকে আনন্দময় করে তোলে।

বিষপানে আন্দোলনরত কৃষকের আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন ভারতে আন্দোলনরত এক কৃষক নেতা। হাসপাতাল সূত্রে জানিয়েছে, মৃত কৃষক পাঞ্জাবের তরন তারন জেলার পাহুবিন্দের বাসিন্দা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি আন্দোলনরত সতীর্থদের সঙ্গে বসেছিলেন। তখনই আচমকা বিষ খেয়ে নেন ৫৫ বছরের ওই প্রৌঢ়। আন্দোলনকারী আর এক কৃষক তেজভীর সিংহের অভিযোগ, কেন্দ্রের উপর ক্ষোভ থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই কৃষক।

নভেম্বরের শেষ থেকেই দফায় দফায় শম্ভু সীমান্ত থেকে দিল্লির উদ্দেশে মিছিল করে এগোনোর চেষ্টা করেছিলেন কৃষকেরা। তাদের ঠেকাতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভোর থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। এলাকায় জারি হয়েছিল ১৬৩ ধারা। কৃষকেরা ব্যারিকেড টপকে এগোতে গেলে তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে পুলিশের। ছোড়া হয় জলকামান, কাঁদানে গ্যাস। তাই বার বারই কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষিঋণ মকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না-বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কৃষকদের এই আন্দোলন চলছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি সংলগ্ন পঞ্জাব এবং হরিয়ানার শম্ভু এবং খানাউড়ি সীমানায় অবস্থানে বসে রয়েছেন কৃষকেরা। ২৬ নভেম্বর কৃষক নেতা জগজিৎ সিংহ ডাল্লেওয়াল আমরণ অনশন শুরু করার পর আন্দোলন নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মাঝে একাধিক বার পঙ্কের জানিয়েছেন, ডাল্লেওয়ালের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। কিন্তু এখনও অনশন ভাঙেননি তিনি।

ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বৈঠক ডিএফএস সচিবের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অর্থমন্ত্রকের ডিএফএস সচিব শ্রী এম নাগারাজু আজ নতুন দিল্লিতে প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থাগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছনো এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঝঞ্ঝাটমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

২০১২ সালের মার্চ মাসে ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসা ১৭,২৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-এর নভেম্বরে ৩.৯৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছছে। দেশের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭২৩টির বেশি জেলায় এই ব্যবসা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রায় ৮ কোটি ঋণগ্রহীতার আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি।

বৈঠকে ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। ডিএফএস সচিব বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের চাহিদা মেটাতে ভারতে বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। কীভাবে এইসব প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ তৈরির ওপর জোর দেন তিনি। ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের ওপর জোর দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান।

সিনেমার খবর

বয়স লুকাতেই কি বিমানবন্দরে কালো হুডিতে মুখ ঢাকলেন শাহরুখ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের গুজরাটের জামনগরে আম্বানি পরিবারের সঙ্গে খ্রিস্টিয় নববর্ষ উদযাপন শেষে স্ত্রী গৌরী খান ও ছোট ছেলে আব্রামকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় বিমানবন্দরে শাহরুখকে এক ঝলক দেখা গেছে।

যেখানে কালো হুডিতে মুখ ঢেকেছেন তিনি। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন, পরিবার সঙ্গে থাকার পরেও কেন হুডিতে মুখ ঢেকে রয়েছেন কিং খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দৃশ্য দেখে অনেকে প্রশ্ন, তবে কি শাহরুখ বলিরেখা লুকিয়ে রাখতেই এই পথ বেছে নিয়েছেন? কেউ কেউ আবার রাজ কুন্দ্রার সঙ্গেও তুলনা করেছেন। একটা সময় প্রায়শই মুখ ঢেকে রাখতেন রাজ।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানবন্দরে তাকে দেখতে পেলেই সকলে ছবি তুলবেন। সেটা চান না অভিনেতা। তাই হুডিতে মুখ ঢেকেই যাতায়াত করেন।

প্রসঙ্গত, আম্বানি পরিবারের সঙ্গে খ্রিস্টিয় নববর্ষ উদযাপনে উপস্থিত অতিথিদের তালিকায় ছিল সেলিব্রিটিরা। সালমান খান এবং তার পরিবার, অনন্যা পান্ডে, জাহ্নবী কাপুর এবং বীর পাহাড়িয়ার মতো অভিনেতাদেরও দেখা গেছে।

বক্স অফিস একের পর এক সফল সিনেমার পর শাহরুখকে পরবর্তীতে 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। এর আগে ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুজয় ঘোষ। যদিও পরবর্তীকালে সুজয় ঘোষের পরিবর্তে সিদ্ধার্থ আনন্দকে পরিচালক হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে।

বলিউড সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন 'দাবাং ভিলেন' সোনু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের তারকারা একটু বেশি লাইমলাইটে থাকতে পছন্দ করে। তারা চায় নেটিজেনদের নজরে আসতে। বলিউড তারকাদের মধ্যেও তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। সম্প্রতি 'দাবাং' ভিলেন খ্যাত অভিনেতা সোনু সুদ তারকাদের এই 'প্রতিযোগিতা' প্রসঙ্গেই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় দেখা যায়, তারকাদের সঙ্গে ইদানীং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। সোনু এ বিষয়ে জানান, সেই কর্মীদের অনেক সময়েই প্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও সমস্যা তৈরি করতে বলা হয়। তার ফলে তারকারা আরও নজরে আসেন।

অভিনেতার কথায়, 'নিরাপত্তারক্ষীদের মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে কোনও সমস্যা তৈরির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, বিশেষ করে বিমানবন্দরে। যার ফলে সাধারণ মানুষ তখন ঘুরে তারকাদের দেখতে বাধ্য হন। একটা কৌতূহল তৈরি হয়। ফলে ওই তারকা তখন সকলের নজরে আসেন।'

সোনুর সঙ্গেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা থাকেন। এই প্রসঙ্গে সোনু বলেন, 'আমি তাদের কাউকে ধাক্কা দিতে নিষেধ করি। সাধারণ মানুষ কিন্তু এমনিতে খুবই শান্ত। তাদের থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।'

সোনুর মতে, কোনও তারকা চাইলে একান্তে খুব সহজেই বিমানবন্দরে চলাফেরা করতে পারেন। তবে তারকারা সকলের নজরে আসতে চান। তাই নিরাপত্তারক্ষীদের কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি করতে বলেন। তখন সহজেই ওই তারকা আরও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসে মুক্তি পাবে সোনু পরিচালিত এবং অভিনীত নতুন ছবি 'ফতেহ'। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ এবং বিজয় রাজ।

'অশালীন' নাচ, প্রবল রোষানলের মুখে উর্বশী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

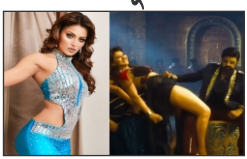

নেটদুনিয়ায় প্রবল রোষানলের মুখে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। অশালীন নাচের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। গত ২ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে 'ডাকু মহারাজ' ছবির 'দাবিডি দিবিডি' নামের একটি গান। সেখানেই উর্বশী ও নন্দমুরি বালাকৃষ্ণের নাচ দেখে চক্ষু চড়কগাছ দর্শকের। কীভাবে এমন অশালীন নৃত্য প্রদর্শন করা যায়, গান মুক্তির কিছু ক্ষণের মধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন নেটাগরিকেরা।

শুধু নাচের দৃশ্যই নয়, নন্দমুরির সঙ্গে উর্বশীর বয়সের ব্যবধান নিয়েও কটাক্ষ ধেয়ে আসছে। নন্দমুরির বয়স ৬৪। অভিনেতার পাশাপাশি তিনি একজন রাজনীতিকও। অন্যদিকে উর্বশীর বয়স মাত্র ৩০। কীভাবে কন্যার বয়সি নারীর সঙ্গে এমন নাচছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা? এমন প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে নন্দমুরির দিকেও। ছবির নির্মাতাদের দিকেও আঙুল তুলছেন নেটাগরিকেরা।

এই নাচের ভিডিও দেখে এক নেটাগরিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, "এই ধরনের নাচের ভঙ্গি কীভাবে কোরিওগ্রাফার তৈরি করতে পারেন! অভিনেতারাই বা কীভাবে এসব করতে রাজি হন! একেবারে জঘন্য।"

আরেক নেটাগরিকের মন্তব্য, "অশালীন নাচ দেখিয়ে কি ছবির অতিরিক্ত আয় হয়? এই ধরনের দৃশ্যের মাধ্যমেই বোধ হয় ছবির প্রচার হচ্ছে।"

কেউ কেউ দাবি করেছেন, নারীদের জন্য এই ধরনের নাচের দৃশ্য অত্যন্ত অপমানজনক।

'ডাকু মহারাজ' নামের এই ছবিতে নন্দমুরি ও উর্বশী ছাড়াও রয়েছেন ববি দেওল, দুলকার সালমান, পায়েল রাজপুত, প্রকাশ রাজ, রণিত রায়-সহ আরও অনেকে। আগামী ১২ জানুয়ারি এই ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।

সপ্তাহে ১০ কোটি টাকা বেতনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন রাশফোর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ডকে বছরে ৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড বেতনের প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি প্রো লিগ (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৩০ কোটি টাকা)। তবে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এর ফলে, রাশফোর্ড সাপ্তাহিক ৬ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড (প্রায় ১০ কোটি ২২ লাখ টাকা) বেতন পাওয়ার সুযোগ হারালেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানায়, রাশফোর্ড সৌদি আরবের তিনটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ ১০ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলারদের তালিকায় চলে আসতেন। সৌদি আরবে খেললে একটি বিশেষ সুবিধাও ছিল- আয়কর ছাড়, যা ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় তাকে ৪৫ শতাংশ দিতে হয়।

রাশফোর্ড বর্তমানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ। তবে, এই মৌসুমে তার পারফরম্যান্স সন্তোষজনক না হওয়ায় ইউনাইটেড তাকে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে। এমনকি রাশফোর্ড নিজেও নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে আছেন। যদিও এখনও অন্য কোনো ক্লাব থেকে পছন্দসই প্রস্তাব আসেনি।

আরেকটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান দাবি করেছে, ইউনাইটেড নাকি রাশফোর্ডকে নাপোলির ভিক্টর ওসিমেনের সঙ্গে অদলবদল করার কথা ভাবছে।

দ্য টাইমস জানায়, রাশফোর্ড ইউরোপে থাকতে চান এবং তার ইচ্ছা ইংল্যান্ড জাতীয় দলে ফিরে আসা। তবে, সৌদি প্রো লিগে যোগ দিলে তার জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে পারে, এমন চিন্তা থেকেই তিনি ওই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গত দুই বছরে সৌদি প্রো লিগে- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, করিম বেনজেমা, সাদিও মানেসহ অনেক তারকাদের আনতে পেরেছে। তবে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের তুলনায় সৌদি লিগের মান এখনও অনেক কম তা সবার জানা।

অবশেষে অবসর নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সিডনি টেস্টে খেলছেন না রোহিত শর্মা। তবে শনিবার (৪ জানুয়ারি) মাঠে নেমে পড়লেন তিনি। প্রথম ১ ঘণ্টা খেলার পর পানি খাওয়ার বিরতিতে প্রথমবার মাঠে ঢোকেন রোহিত। পরে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে রোহিত মুখ খুললেন তার 'বিশ্রাম' নিয়ে। জানিয়েছেন, দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে অধিনায়ক হিসেবে নিজেই সিডনিতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

খেলার মধ্যে সব বিতর্কে পানি ঢেলে জানিয়ে দিলেন, অবসর নেয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই তার। কারও কথায় অবসর নেবেনও না। সিডনিতে না খেলা নিয়ে রোহিত বলেছেন, "রান করতে পারছিলাম না। ব্যর্থ হলে তো মানতেই হবে। তাই দলের স্বার্থে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তিনি আরো বলেছেন, "অবসর নিইনি। শুধু এই ম্যাচটা না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রান করতে পারছিলাম না। আমাদের অনেক ব্যাটারই ভাল ফর্মে নেই। ম্যাচে প্রভাব পড়ছিল। অধিনায়ক হিসাবে দলের কথাই আগে ভাবি। কী করলে দলের লাভ ভাবি। সেই ভাবনা থেকেই সরে দাঁড়িয়েছি। এটা দলগত খেলা। ব্যক্তিগত খেলা নয়। আমি নিজেই কোচ, নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোথাও যাচ্ছি না। দলের সঙ্গেই আছি।"

আপনি কি চতুর্থ টেস্টের পরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? রোহিত বলেছেন, "না। সিডনিতে এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দুটো টেস্টের মধ্যে খুব বেশি সময় ছিল না। মাঝে নববর্ষও ছিল। তার মধ্যে এ সব নিয়ে কথা বলতে চাইনি। এখানে আসার পর কথা বলেছি। দেখুন, এই ম্যাচ খেলছি না মানে পরের টেস্ট খেলব না, তা নয়। এখন রান পাচ্ছি না। ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। তিন বা পাঁচ মাস পরে রান করতেই পারি। এত দিন ধরে খেলছি। জানি কী করা উচিত। ক্রিকেটে এ রকম হতেই পারে। আবার একটা ইনিংসই ফর্ম ফিরিয়ে দিতে পারে। আসলে এই ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দলে এমন কাউকে দরকার ছিল, যে ফর্মে রয়েছে। এই অবস্থায় যে ফর্মে নেই, তাকে খেলিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। কারণ আমরা এই ম্যাচটা জিততে চাই। এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। আর এটাই আমার মাথায় ঘুরছিল। সেটাই কোচ, নির্বাচকদের বলেছিলাম। তারা আমার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।"

বিশ্রাম নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, "দেশ থেকে এত দূরে তো খেলার জন্যই এসেছি। বসে থাকার জন্য এত দূরে আসিনি। কিন্তু দলের স্বার্থ আগে রাখতেই হয়। এটা দলগত খেলা। ১১ জন নিলে খেলতে হয়। একা কেউ খেলতে পারে না। দেখুন কে কী লিখল বা বলল, তাতে আমাদের জীবন বদলায় না। এত দিন ধরে খেলছি। আমি অভিজ্ঞ। দুই সন্তানের বাবা। জানি কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। চেষ্টা করেছি রান করার। পারিনি। তাই এই ম্যাচটা না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যথেস্ট সংবেদনশীল আমি। কারোর কথায় অবসর নেব না। কখন থামতে হয়, এটুকু বুঝি।"

অধিনায়ক রোহিতকেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে। তা নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, "ছয়মাস আগে যে ভাবনা নিয়ে নেতৃত্ব দিতাম, এখনও সে ভাবেই দিই। সিদ্ধান্তগুলো কাজে লাগলে ভাল মনে হয়। কাজে না এলে, সমালোচনা হয়। তখন লোকে বলে, এ কী করছে! দেখুন আমরা ভারতে থাকি। ১৪০ কোটি মানুষ আমাদের বিচার করে। তারা মতামত দিতেই পারেন। কিন্তু মাঠে নেমে আমাদের পারফর্ম করতে হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একই রকম মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামি সব সময়। অধিনায়ক হিসাবে দলে স্বার্থকে আগে রাখি। যেটা ভাবি, সেটাই বলি, সেটাই করি। অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।"

নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিত বলেছেন, "দলের জন্য চিন্তা করে না, এমন ক্রিকেটার বা অধিনায়ক চাই না। অন্যদের কথা বলতে পারব না। এটা আমার ভাবনা। এ ভাবেই আমি ক্রিকেট খেলেছি। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, মাঠেও তেমন। আলাদা কিছু করতে চাই না। আমাকে আপনারা যেমন দেখেন, আমি তেমনই। কারো ভাল না লাগলে ক্ষমা করবেন। আমার যেটা সঠিক মনে হয়, সেটাই করি।" বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, "আমরা এখানে এসে আগে দু'বার সিরিজ জিতেছি। আর কোন দলের এমন কৃতিত্ব আছে? এ বার আমাদের সিরিজ জেতার সুযোগ না থাকলেও ড্র করতেই পারি। অস্ট্রেলিয়া যাতে সিরিজ জিততে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে পারি। সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য।"

রোহিতের অনুপস্থিতিতে পার্থে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সিডনিতেও দিচ্ছেন। সতীর্থের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন রোহিত। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেছেন, "বুমরাহ যথেষ্ট পরিণত ক্রিকেটার। খেলাটা খুব ভাল বোঝে। ভালই নেতৃত্ব দিচ্ছে।" তিনি আরো বলেছেন, "ভারতীয় দলের নেতৃত্ব চাপ তো বটেই। দু'কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয়। তবে তার থেকেও অনেক বড় সম্মান। আমার আগে বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা নেতৃত্ব দিয়েছে। এখন বুমরাহ দিচ্ছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব এমনি পাওয়া যায় না। এটা অর্জন করতে হয়। বুমরাহ সেটা করেছে।"

আগামী দিনে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক কে হতে পারেন? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি রোহিত। তিনি বলেছেন, "এ ভাবে কারোর নাম বলা যায় না। আমাদের দলে এখন বেশ কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। সবাই ভালো খেলোয়াড়। তবে ওদের আরো অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ভারতের হয়ে খেলার গুরুত্ব আরো উপলব্ধি করতে হবে। নেতৃত্বের গুরুত্ব বুঝতে হবে। এটা অনেক বড় দায়িত্ব। সেটা সামলানোর মতো করে তুলতে হবে নিজেদের।"

'এটাই লিভারপুলে শেষ মৌসুম', সালাহর ঘোষণা

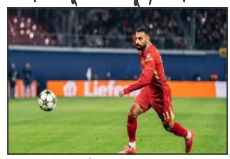

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লিভারপুলের সঙ্গে মোহামেদ সালাহর চুক্তি নবায়ন নিয়ে মৌসুমের শুরু থেকেই আলোচনা হচ্ছে। সম্প্রতি সালাহ দু'বার জানিয়েছেন, চুক্তির বিষয়ে কোন আপডেট তার কাছে নেই। তবে শীতকালীন দলবদলের বাজারের দরজা খুলতেই মিশরীয় তারকা জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই লিভারপুলে তার শেষ মৌসুম।

স্কাই স্পোর্টসকে এক সাক্ষাৎকারে এমন ঘোষণাই দিয়েছেন চলতি মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোল করা সালাহ। জানিয়েছেন, অ্যানফিল্ড ছাড়ার আগে এবারের লিগ শিরোপাটা খুব করে জিততে চান তিনি।

সালাহ বলেন, 'যেটা সবচেয়ে বেশি চাই তা হলো প্রিমিয়ার লিগ জিততে। পূর্বে কিছু সাক্ষাৎকারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার কথা বলেছি। কিন্তু এবার লিগটা জিততে চাই। কারণ জানি না। হয়তো পূর্বে সেভাবে উদযাপন করতে পারিনি সেজন্য । আরেকটা কারণ হতে পারে, এটাই আমার ক্লাবের হয়ে শেষ মৌসুম।'

জার্গেন ক্লপ-সালাহ জুটিতে দীর্ঘ ৩০ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল লিভারপুল। কিন্তু করোনাকাল হওয়ায় ভক্তদের নিয়ে ঠিক অল রেডসময় উদযাপন করতে পারেননি সালাহরা। যে কারণে লিগের শীর্ষে থাকা লিভারপুলের হয়ে শিরোপা উৎসব করতে চান তিনি।

সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তি আছে আগামী জুন পর্যন্ত। এরপর ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবেন তিনি। তাকে মোটা অঙ্কের বেতনে তিন মৌসুমের জন্য পিএসজি চুক্তি করতে চায় বলে খবর। আবার সালাহ নাকি স্প্যানিশ শিখছেন। রিয়াল-বার্সার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদিকে সৌদি রেকর্ড বেতনের প্রস্তাব নিয়ে তো বসে আছেই! কোথায় যাচ্ছেন সালাহ, জানতে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। তবে জানুয়ারিতেই চুক্তি করে রাখার সুযোগ আছে তার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR